সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহান্সমেন্ট প্রজেক্ট
(সেকায়েপ)

সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান ব্যবহার নির্দেশিকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ মে ২০১৪

সামাজিক নিরীক্ষা ম্যানুয়েল

১. ভূমিকা: সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রকল্প (সেকায়েপ) মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে দরিদ্রমুখী একটি বৃহৎ প্রকল্প। সামাজিক নিরাপত্তামূলক এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয় ২০০৮ সালে। এর সমাপ্তির নির্ধারিত সময় ছিল জুন ২০১৪। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, ধারাবাহিকভাবে শিক্ষার ফলাফল পরিবীক্ষণ, প্রকল্প উপজেলায় সবার জন্য সমান সুযোগ ও অভিগম্যতা বৃদ্ধি সেকায়েপ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বিশ্ব ব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রকল্প মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগেই অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বা অনেক ক্ষেত্রেই অর্জন লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে গেছে। ফলে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার সেকায়েপকে অত্যন্ত সফল ও কার্যকর প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সফল একটি প্রকল্পের কার্যক্রমকে সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে ও স্থায়ীত্বশীল করতে বিশ্বব্যাংক মূল প্রকল্পে প্রদত্ত বরাদ্দের বাইরে ২৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থায়নে সম্মত হয়। তদ্‌প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বেড়েছে। মূল সেকায়েপ ১২৫ উপজেলায় মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা প্রদান করেছে এবং অতিরিক্ত অর্থায়ন ৯০টি নতুন উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ফলে মোট ২১৫ উপজেলা সেকায়েপ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছে। মূল প্রকল্পের অনুসরণে সংশোধিত প্রকল্পে ৪টি প্রধান অঙ্গের অধীনে ১৩টি উপঅঙ্গে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন হবে। প্রকল্পের তৃতীয় অঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দায়বদ্ধতা আনয়ন। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে অভিভাবক ও শিক্ষক সমিতি কর্তৃক গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি। সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার উদ্দ্যেশ্যে পিটিএকে প্রকল্প মেয়াদে প্রতি বছর নগদ ৫০০০.০০ টাকা অনুদান দেয়া হবে। এ অনুদান সদ্ব্যবহার করে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক নিরীক্ষা ম্যানুয়েলটি প্রণয়ন ও জারী করা হল।

২. সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য: এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হল স্কুল ব্যবস্থপনা কমিটি, মাদ্রাসা ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষক ও অভিভাবক সমিতিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা। এই সাব-কম্পোনেন্টের অধীনে সকল পিটিএকে প্রতি বছর ৫০০০/- টাকা সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান প্রদান করা হবে। এ অনুদান দ্বারা (১) অভিভাবক সমাবেশ সংগঠিত করা এবং বিদ্যালয় প্রতিবেদন কার্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের তথ্য প্রচার; (২) অভিভাবক ও মাঠ পর্যায়ের সহযোগীদের কাছে বিদ্যালয়ের একাডেমিক আর্থিক কর্মসম্পাদনের তথ্য প্রকাশ করা হবে। এটা করা হবে পিএমটি ও কোয়ালিটিসহ অন্যান্য কার্যক্রমের প্রভাবকে শিক্ষা সচেতনতা ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মকান্ডের সমন্বয়ে শক্তিশালী করার জন্য।

৩. ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য:

ম্যানুয়েলের উদ্দেশ্য হল:

১) সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান সুবিধাভোগীদের বাছাইয়ের নির্ণায়ক নির্ধারণ;

২) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা;

৩) বিভিন্ন সহযোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করা; ও

৪) অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা।

৪. কাজের বর্ণনা: শিক্ষক অভিভাবক সমিতি বিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা শক্তিশালী করতে সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান হিসেবে প্রতি বছর ৫০০০/- টাকা পাবে। এ অর্থ সরাসরি পিটিএ'র ব্যাংক হিসাবে জমা হবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করতে পিটিএ সভাপতির নেতৃত্বে এসএমসি/এমএমসি সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবে। সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষার সচিত্র ওরিয়েন্টেশন ম্যানুয়েল তৈরী করে সকল পিটিএকে পাঠাবে। মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে সহায়তা দেয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

৫. সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির গঠন:

সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা পিটিএ'র একটি প্রধান দায়িত্ব। প্রতিটি বিদ্যালয়ের সামাাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি থাকবে। পিটিএ এ নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবে। পিটিএ সভাপতি সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সভাপতি হবেন। সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	ব্যক্তি	পদ
১	শিক্ষক ও অভিভাবক সমিতির সভাপতি	সমন্বয়কারী
২-৩	বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দু'জন অভিভাবক*(১ জন অবশ্যই মহিলা হবেন) *পি টি এ কর্তৃক মনোনীত	সদস্য
৪	ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের সদস্য	সদস্য
৫	এসএমসি/এমএমসি কর্তৃক মনোনীত একজন শিক্ষাবিদ/শিক্ষানুরাগী	সদস্য
৬	প্রাতষ্ঠান প্রধান কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক প্রতিনিধি	সদস্য

৬.সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন:

সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি বছরে ২ বার নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করবে। শিক্ষা বছরের মাঝামাঝি ১ম সাময়িক পরীক্ষার পর একবার এবং আরেকবার বার্ষিক পরীক্ষার পর নিরীক্ষা প্রতিবেদন দিতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও আর্থিক কৃতিত্ব প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেকায়েপ তহবিল সদ্ব্যবহারের বিষয়ও প্রতিবেদনে থাকবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ছক পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য। সেকায়েপ ইউনিট-এর ইএসিএম সংক্রান্ত ফোকাল পারসনকে বছরে ২ বার সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাঠানো হবে। ফোকাল পারসন প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং প্রধান প্রধান বিষয় ও সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট উপপ্রকল্প পরিচালক ও সহকারি পরিচালককে অবহিত করবেন। ।

৭. সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে সহযোগিতাঃ

প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্বের তথ্য যাচাই করা হবে। প্রতিবেদন তৈরীতে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি কোন তথ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তাহলে কমিটি তা সেকায়েপকে জানাবে। এরূপ তথ্য যাচাই করে যথার্থতা পাওয়া গেলে সেকায়েপ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। সামাজিক নিরীক্ষা কমিটির সঙ্গে অসহযোগিতামূলক আচরণ করলে প্রকল্প প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮. আর্থিক বিষয় প্রদর্শনী বোর্ডঃ

পিটিএ সভাপতি প্রতিষ্ঠান প্রধান এর সাথে সমন্বয় করে সেকায়েপ ও অন্যান্যের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান প্রদর্শনী বোর্ডে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। এটা প্রতিষ্ঠান প্রধানের কক্ষে স্থাপন করা হবে। প্রদর্শনী বোর্ড পিটিএ, এসএমসি/এমএমসি ও শিক্ষকবৃন্দকে বিভিন্ন অনুদান সম্পর্কে জানতে সহায়তা ও তহবিল সদ্ব্যবহারে জবাবদিহি করবে। প্রদর্শনী বোর্ড যথার্থ প্রয়োজনে তহবিল ব্যবহারে অধিকতর স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক সেকায়েপ প্রতিষ্ঠান প্রদর্শনী বোর্ড সুবিধাজনক জায়গায় স্থাপন করবে। এতে সকলে বোর্ডটি সম্পর্কে জানতে ও প্রয়োজনে পড়তে পারবে। প্রদর্শনী বোর্ড পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য।

৯.বিদ্যালয় তথ্য ছকঃ

প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক পরীক্ষার পর বিদ্যালয় তথ্য ছক পূরণ করবে এবং তা পিটিএকে সরবরাহ করবে। পিটিএ বিদ্যালয় তথ্য ছকের প্রসার ঘটাবে এবং সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সাথে তা যুক্ত করবে।

১০.অভিভাবক সমাবেশঃ

প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে একবার ও জুলাই মাসে আরেকবার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠানের জন্য পিটিএ সভাপতি প্রতিষ্ঠান প্রধান, এসএমসি ও সামাজিক নিরীক্ষা দলের সাথে সমন্বয় করবেন। অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হলো: ১. সন্তানদের কৃতিত্ব সম্পর্কে জানাতে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বপূর্ণ তথ্য ছক নিয়ে অভিভাবকদের সাথে আলোচনা করা; ২. স্কুল ও কম্যুনিটি পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের সামাজিক দায়-বদ্ধতা বাড়াতে সকল অভিভাবকদের সাথে সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন বিষয়ে আলোচনা করা। সমাবেশে সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে চিহ্নিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জগুলি আলোচনা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেকায়েপ কর্মকান্ড বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যাগুলিও সমাবেশে আলোচনা হবে। অভিভাবক সমাবেশকে আরো কার্যকর করতে পিটিএ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হবে। ফলে অধিকাংশ অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত থাকতে আগ্রহী হবেন।

১১. প্রতিবেদন প্রেরণঃ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রদর্শিত হবে। কমিটি সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সেকায়েপ কার্যালয়ে প্রেরণ করবে।।

খ. বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

১২.সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের পরিধিঃ ৭ টি বিভাগের সেকায়েপভুক্ত ২১৫ টি উপজেলার সকল যোগ্য প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের আওতাভুক্ত হবে।

১৩. কার্যক্রমঃ সেকায়েপ উপজেলা ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান স্কীম সম্প্রসারণ করবে। এর লক্ষ্য হলোঃ ১) পিটিএ গঠনের মাধ্যমে নতুন ৯০ উপজেলায় পিটিএকে কার্যকর রাখা; ২) পিটিএ'র মাধ্যমে ২১৫ উপজেলার অনুদানের অর্থ বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদন।

অর্থ বছর ২০১৪:

১৪. পিটিএ অনুদানঃ সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান প্রদানের জন্য প্রকল্পের যোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করবে। ডিসেম্বর ২০১৪ সালের মধ্যে যোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে পিটিএ গঠন সম্পন্ন করতে হবে। কমিটিতে সক্রিয় ও নিবেদিত শিক্ষক এবং অভিভাবক বিশেষ করে মায়েদের নির্বাচিত করা হবে। পিটিএ সদস্যদের হালনাগাদ তথ্য জুলাই ২০১৪ এর মধ্যে সেকায়েপ কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। প্রতিষ্ঠান গুলি সেকায়েপ এ সহায়তায় ডিসেম্বর ২০১৪-এর মধ্যে পিটিএকে কার্যকর করবে।

১৫. পিটিএ'র ব্যাংক হিসাব

সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান পেতে সকল যোগ্য প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংকে পিটিএ সভাপতি ও সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খুলবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী ও পিটিএ'র বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা দিবে সেকায়েপ ।

শিক্ষা বছর ২০১৫:

১৬. সামাজিক নিরীক্ষা ও অন্যান্য কার্যক্রমঃ ২১৫ উপজেলায় সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হবে। একই সাথে অন্যান্য কার্যক্রম যেমনঃ শিক্ষা মেলা, ইভটিজিং রোধে প্রচারণা, মা সমাবেশ, সম্পদ সমাবেশ ও অভিবাবক সমাবেশ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এছাড়াও উদ্যোগ নেয়া হবে পিটিএ সদস্যদের আন্তঃস্কুল পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করা।

১৭. অভিভাবক সমাবেশ ছকঃ সেকায়েপ অভিভাবক সমাবেশ কার্যক্রমের একটি ছক প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করবে এবং প্রতিষ্ঠান প্রতি বছর সেই ছক পূরণ করে প্রকল্প কার্যালয়ে পাঠাবে।

১৮. আইইসি ও বিসিসি সামগ্রী: পিটিএ যাতে নিজস্ব স্কীমের উন্নয়ন ঘটাতে পারে সেজন্য সেকায়েপ প্রকল্পভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ এবং আচরণ পরিবর্তন ও যোগাযোগ সামগ্রী সরবরাহ করবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদর্শনের জন্য সামাজিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত পোষ্টার তৈরী ও প্রচার করার ব্যবস্থা নিবে।

১৯. সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান ব্যবহার পরিবীক্ষণ: স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান, এসএমসি ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার পিটিএ'র সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান বিতরণ ও অর্থ ব্যয় পরিবীক্ষণ এবং অনুসরণ করবে। কেন্দ্রীয়ভাবে সেকায়েপ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করবেন । প্রকল্প মেয়াদে পিটিএ সদস্যগণ ও সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে সেকায়েপ প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিবে।

২০) যোগ্যতা ও বাছাই নির্ণায়ক: ২০১৪ অর্থ বছরে সেকায়েপভুক্ত ১২৫ উপজেলায় সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান প্রদানের জন্য নিম্নরূপ যোগ্যতা ও বাছাইয়ের শর্ত পূরণ করতে হবে:

- পিটিএ গঠন সম্পন্ন এবং কমপক্ষে কমিটির ২ টি সভা অনুষ্ঠান করা (সভার কার্যবিবরণীর কপি প্রমাণ হিসাবে জমা দিতে হবে;
- অনুদান পেতে এসএমসি সভাপতির সুপারিশ থাকতে হবে;
- স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংকে পিটিএ সভাপতি এবং সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে। যদি কোন উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংক শাখা না থাকে সেক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী উপজেলায় অগ্রণী ব্যাংকে পিটিএ ব্যাংক হিসাব খোলা যেতে পারে;
  সেকায়েপ বরাবরে পিটিএ সদস্যদের হালনাগাদ তালিকা পেশ করা;
- সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে বার্ষিক সামাজিক নিরীক্ষা কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা।

২১. ২০১৫ শিক্ষা বছর থেকে যোগ্যতা ও বাছাইয়ের মাপকাঠি:

২০১৫ ও তৎপরবর্তী শিক্ষা বছরসমূহে সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান পেতে সকল বিদ্যালয়কে নিম্নলিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে:

- প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে পিটিএ সদস্যদের তালিকা হালনাগাদ করে সেকায়েপে পাঠাতে হবে;
- স্থানীয় অগ্রণী ব্যাংক শাখায় পিটিএ সভাপতি এবং সদস্য সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব খুলতে হবে;
- প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ/অভিভাবক সমাবেশ কার্যক্রমের ছক পূরণ করে প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করা;
- সামাজিক নিরীক্ষার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়ে পেশ করতে হবে;
- সেকায়েপ কর্তৃক সরবরাহকৃত ছকে সামাজিক নিরীক্ষার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করা;
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইং কর্তৃক তথ্যের নির্ভুলতা যাচাই করা।

২২. পরিবীক্ষণ ও অনুসরণ করা: সেকায়েপ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগের কর্মকর্তারা যোগ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করবেন। সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের ৫০০০/- টাকার যথার্থ ব্যবহার,

অর্থ প্রাপ্তির যোগ্যতার শর্ত পূরণের বিষয়, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত তথ্যের নির্ভুলতা পরিবীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। ।

২৩. স্থানীয় পর্যায়ে পরিবীক্ষণ: স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান, এসএমসি এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার প্রতিষ্ঠানের সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও ফলোআপ করবেন। তারা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ ও নিশ্চিত করবে: *১. সেকায়েপ অফিসে কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবেদন ও ডাটা পাঠানো হচ্ছে; *২. সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের প্রদেয় ৫০০০/- টাকা শুধুমাত্র সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা হয়; *৩. পিটিএ সভাপতি ও সদস্য সচিব সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রমের বিপরীতে ব্যয়ের রশীদসমূহ রেজিস্টার বইয়ে সংরক্ষণ করে। এছাড়া তারা সামাজিক নিরীক্ষা সম্পর্কিত ভাউচার এবং রশীদসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ, সেকায়েপ ও অডিট দলের পরিদর্শনের সুবিধার্থে সংরক্ষণ করবে।

২৪) নিচের টেবিলে সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের জন্য প্রতি ধাপে এসিএফ তৈরী, ডাটা প্রক্রিয়াকরণ ও একীভূত করার ধাপসমূহ বর্ণনা করা হলো:

ধাপসমূহ	কার্যক্রম
ধাপ ১: স্বয়ং প্রতিবেদিত ছক	পিটিএ কর্তৃক প্রস্তুত প্রতিবেদন ছক পেশ করা
ধাপ ২: নিজ থেকে করা নির্দিষ্ট প্রতিবেদন ফরম প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রত্যায়ন	প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্ব-রিপোর্ট ফর্ম প্রত্যায়ন
ধাপ ৩: ফর্মের সংকলন ও যাচাইকরণ	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফর্ম সংকলন ও সংগ্রহ নিশ্চিত করবেন এবং সেকায়েপে পাঠাবেন
ধাপ ৪: খসড়া এসিএফ তৈরী	সেকায়েপ ডিপিসি খসড়া এসিএফ প্রস্তুত করবে এবং পিএমটিএতে পাঠাবে
আপ ৫: ডাটাবেইজে একীভূতকরণ	এলজিইডি পিএমটিএ খসড়া এসিএফ ডাটাবেইজে একীভূত করবে এবং চূড়ান্ত এসিএফ সেকায়েপে পাঠাবে
ধাপ ৬: এসিএফ অনুমোদন	সেকায়েপ এসিএফ অনুমোদন দিবে এবং সিএজি'র কাছে পাঠাবে
ধাপ ৭: অর্থ বিতরণ	অর্থ বিতরণের জন্য সেকায়েপ চূড়ান্ত এসিএফ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে পাঠাবে
ধাপ ৮: সমন্বয়	অগ্রণী ব্যাংক বিতরণকৃত অর্থের সমন্বয় বিবরণী সেকায়েপে পাঠাবে
ধাপ ৯: যোগ্যতার যাচাই শর্ত	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অনুবিভাগ যোগ্যতার শর্ত যাচাই করবে

গ. অর্থ বিতরণ পদ্ধতি :

২৫. অর্থ ছাড়ের কিস্তি ও পদ্ধতি: বছরে সমান ২ কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করা হবে- ১ম কিস্তি এপ্রিল/ মে মাসে (২৫০০/- টাকা) এবং ২য় কিস্তি সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে (২৫০০/-) টাকা ছাড় করা হবে। সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান জমা হবে পিটিএ'র হিসাব নম্বরে। বিগত বছরের অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন প্রাপ্তির ভিত্তিতে ১ম কিস্তি এবং সামাজিক নিরীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন প্রাপ্তির ভিত্তিতে ২য় কিস্তি ছাড় করা হবে ।

২৬. আইডা কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের পুনর্ভরণ: সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ও ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ডিএলআইভিত্তিক অর্থ সন্তোষজনকভাবে ব্যয়ের পর পুনর্ভরণের জন্য মাউশি কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সেকায়েপ আইডিএ বরাবরে অর্থ উত্তোলনের দাবীনামা পেশ করবে। একই সাথে যথাযথভাবে ব্যয়ের প্রমাণও জমা দিতে হবে। এভাবে সরকারী কোষাগারে পুনর্ভরিত অর্থ জমার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২৭. তথ্য প্রবাহ এবং তহবিল প্রবাহ: সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের ব্যয় প্রথমে সরকারী কোষাগার হতে মেটানো হবে। সরকারী কোষাগার হতে তহবিল প্রাপ্তির জন্য নিম্নের ধাপগুলি অনুসরণ আবশ্যক:

১) সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের অর্থ এডিপিতে বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব করবে;

২) মাউশি সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের অর্থ এডিপি বরাদ্দে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে;

৩) মাউশি সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের অর্থ অগ্রিম উত্তোলনের জন্য অর্থ বিভাগএর অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করবে

৪) অর্থ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা অগ্রিম চেক প্রদান করবেন;

৫) সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের এসিএফসহ পেমেন্ট অথোরাইজেশন অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ করবে;

৬) অগ্রণী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পিটিএ'র হিসাব নম্বরে অনুদানের অর্থ ছাড় করবে।

২৮. তথ্য প্রবাহ এবং তহবিল প্রবাহ: নিম্নের চার্টের মাধ্যমে সেকায়েপ ইউনিটের তথ্য প্রবাহ এবং পিটিএ'র অর্থ প্রবাহ দেখানো হলো:

সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার ব্যবস্থাপনা

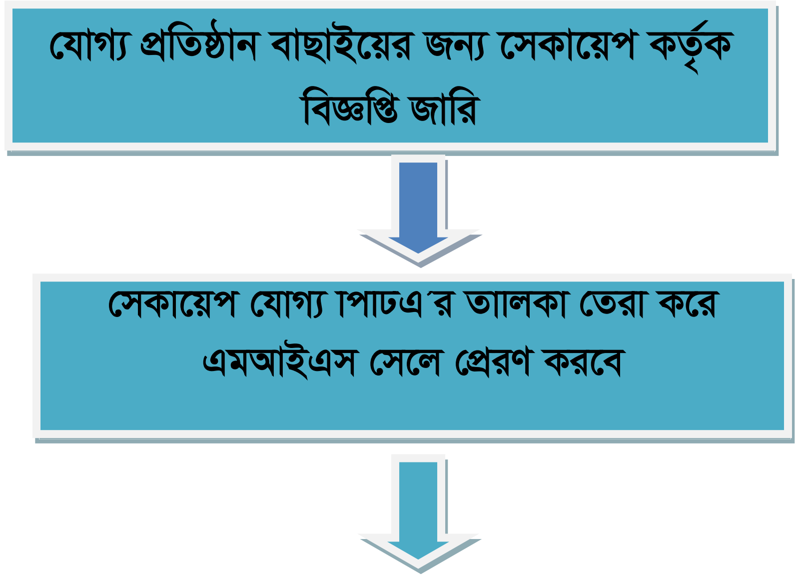

এমআইএস সেল খসড়া এসিএফ তৈরী করে পিএমটি-তে পাঠাবে

↓

সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের জন্য এডিপি বরাদ্দের প্রস্তাব করবে

↓

মাউশি সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানকে এডিপিভুক্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে

↓

শিক্ষা মন্ত্রণালয় অগ্রিম উত্তোলনের জন্য অর্থ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করবে

↓

অর্থ বিভাগের অনুমোদনের ভিত্তিতে সিএও চেক ইস্যু করবে

↓

সেকায়েপ সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের এসিএফসহ পেমেন্ট অথরাইজেশন অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ করবে

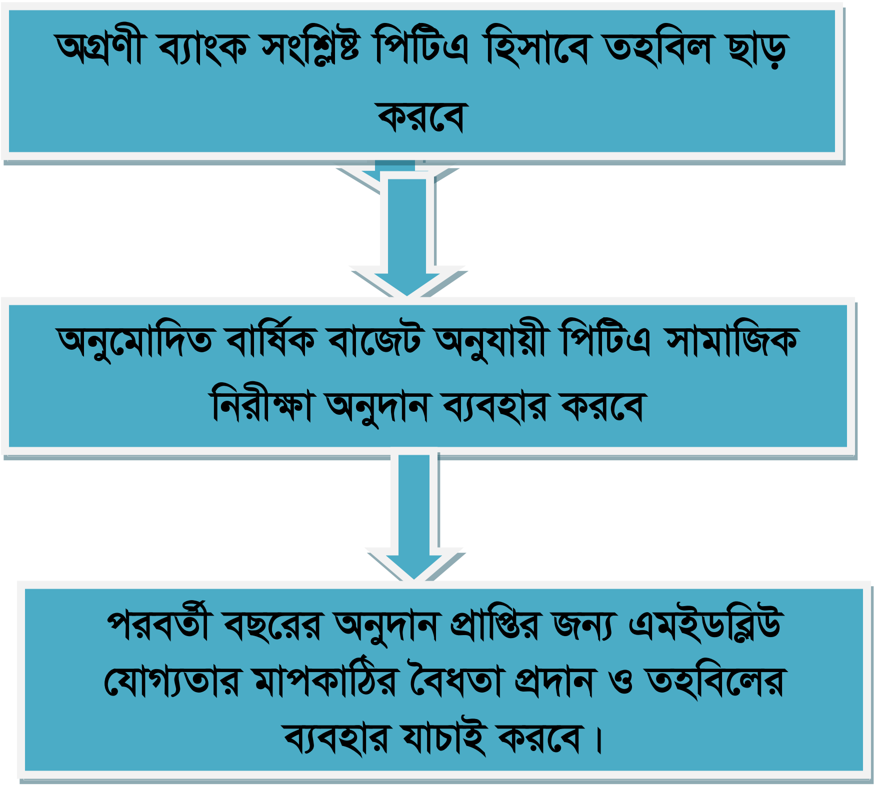
অগ্রণী ব্যাংক সংশ্লিষ্ট পিটিএ হিসাবে তহবিল ছাড় করবে
অনুমোদিত বার্ষিক বাজেট অনুযায়ী পিটিএ সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান ব্যবহার করবে
পরবর্তী বছরের অনুদান প্রাপ্তির জন্য এমইডব্লিউ যোগ্যতার মাপকাঠির বৈধতা প্রদান ও তহবিলের ব্যবহার যাচাই করবে।

২৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সহযোগীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য: নিম্নের ছকে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সহযোগীর দায়িত্ব তুলে ধরা হল:

সেকায়েপ

- পিটিটিএ কার্যক্রমকে সচল করতে সামাজিক নিরীক্ষা ফোকাল পারসন এবং শিক্ষা সচেতনতা ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ সহায়ক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ;
- যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা তৈরী ও এমআইএস সেলে প্রেরণ;
- সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান এসিএফভুক্ত করার বিষয় নিশ্চিতকরণ;
- সামাজিক নিরীক্ষা বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল অনুসারে পিটিএ নির্দেশিকা হাল নাগাদকরণ;
- সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের এসিএফসহ অর্থ পরিশোধ আদেশ বা পেমেন্ট অথোরাইজেশন জারী এবং অগ্রণী ব্যাংকে প্রেরণ;
- অগ্রণী ব্যাংক ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে অর্থ ছাড় বিবরণী সংগ্রহ করা;
- প্রাপ্ত বিবরণীর ভিত্তিতে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয়; ও
- ডিএলআইভিত্তিক তহবিলের ছাড়কৃত অর্থের উত্তোলন ও তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করা।

মাউশি

- চার অর্থ বছরের (২০১৪-১৭) এডিপিতে বরাদ্দের সংস্থান রাখা;
- এডিপিতে বরাদ্দ রাখার বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো;
- অগ্রিম উত্তোলনের জন্য অর্থ বিভাগ হতে অনাপত্তি পত্র গ্রহণ;
- সেকায়েপ-এর অনুকূলে অগ্রিম চেক জারীর জন্য প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানানো;
- ছাড়কৃত অর্থ দাবীর জন্য অর্থনৈতিক কোড ও বিবরণী পর্যালোচনা করা;
- ডিএলআইভিত্তিক তহবিলের ছাড়কৃত অর্থের উত্তোলন ও তা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান প্রক্রিয়া শুরু করা।

এমআইএস

- সেকায়েপ আইটি ডেস্ক হতে তথ্য সংগ্রহ করে খসড়া এসিএফ তৈরি ও পিএমটিএ-এর কাছে পাঠাবে।

পিএমটিএ

- পিএমটিএ প্রাপ্ত তথ্য নিজস্ব তথ্যভান্ডারে একীভূত ও এসিএফ চূড়ান্ত করে সেকায়েপ-এ প্রেরণ করবে।

শিক্ষা সচেতনতা ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ প্রতিষ্ঠান

- সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণে পিটিএ ও এসএমসিকে সহায়তা করা;
- পিটিএ গঠনের প্রক্রিয়ায় অধিকতর সম্ভাবনাময় ও অনুপ্রাণিত অভিভাবক এবং মায়েদের চিহ্নিত করতে পিটিএকে সহায়তা দেয়া;
- যোগ্য অভিভাবকদের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করা;
- বছরে দু'বার অভিভাবক সমাবেশ করতে পিটিএকে সহায়তা দেয়া;
- সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন দিতে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন উইং

- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি গঠন ও সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা পরিবীক্ষণ করবে এবং সেকায়েপ-এ প্রতিবেদন পাঠাবে।

৩০. মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ নিম্নের ছকের মাধ্যমে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনায় স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা তুলে ধরা হলঃ

প্রতিষ্ঠান

- সেকায়েপকে নিশ্চিত করবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পিটিএ গঠিত হয়েছে;
- নিশ্চিত করবে যে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পিটিএ হিসাব নম্বর খোলা হয়েছে;
- পিটিএ সদস্যদের তালিকা হালনাগাদ করে সেকায়েপে জানানো ;
- সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন সেকায়েপে পাঠাতে হবে;
- সামাজিক নিরীক্ষা কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও তথ্য দেয়া ;
- অনুদান প্রাপ্তি ও ব্যয় প্রদর্শনের জন্য বোর্ড স্থাপন;
- অভিভাবক সমাবেশে যোগদান।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার

- সামাজিক নিরীক্ষা অনুদান সম্পর্কে পিটিএকে অবহিতকরণ;
- প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে সামাজিক নিরীক্ষা ফলপ্রসূ করতে বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং সার্বিক সহায়তা প্রদান করা;
- সেকায়েপ-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য বিনিময়ে ই-মেইল ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ যোগানো।

সামাজিক নিরীক্ষা কমিটি

- সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন তৈরী করে সেকায়েপে প্রেরণ ;
- প্রতিষ্ঠান প্রধান, এসএমসি ও পিটিএ'র সাথে সমন্বয় করা।

পিটিএ

- পিটিএ সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত ব্যাংক হিসাব খোলা;
- পিটিএ সদস্যদের তালিকা হালনাগাদ করা ও ই-মেইলে সেকায়েপকে অবহিত রাখা;
- সামাজিক নিরীক্ষার বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করে সেকায়েপে পেশ করা;
- প্রকল্প প্রদত্ত ছক ব্যবহার করে সামাজিক সমাবেশ/অভিভাবক সমাবেশ বাস্তবায়ন করা ও ছকটি সেকায়েপে-এ প্রেরণ;
- অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ;
- সকল বিল/ভাউচার নিরীক্ষার জন্য সংরক্ষণ করা।

পরিশিষ্ট ১

সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এ্যান্ড অ্যাকসেস এ্যানহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

সামাজিক নিরীক্ষা অনুদানের এসিএফ ছক

(মাস ও বছরঃ ....)

বিভাগঃ

জেলাঃ

উপজেলাঃ

শাখা কোডঃ

শাখার নামঃ

ক্রমিক	ইআইআইএন	প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থ ছাড়ের সময়	টাকার পরিমাণ	মোট টাকা	পিটিএ সভাপতির স্বাক্ষর	পিটিএ সদস্য-সচিব-এর স্বাক্ষর
১.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		
২.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		
৩.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		
৪.			মার্চ/এপ্রিল	২৫০০.০০	২৫০০.০০		

শিক্ষক অভিভাবক সমিতি

নির্দেশিকা

১. ভূমিকা

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত। নতুন শিক্ষানীতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নতুন সহস্রাব্দের প্রতিযোগিতার উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন । বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে।এ প্রত্যয়কে বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা এবং স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ। সুশিক্ষিত ভবিষ্যত প্রজন্ম ছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রুপদান বিঘ্নিত হবে। গুনগত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন বাড়িতে এবং বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং বাড়িতে পিতা মাতা তথা অভিভাবক শিক্ষার প্রধান সহায়ক । অতএব, এই দু'য়ের মিলিত উদ্যোগে শিক্ষা পরিকল্পনা করা এবং ছাত্র ছাত্রীদের চাহিদা পূরণে প্রচেষ্টা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক অভিভাবক সমিতির ধারণা মূলত: এই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত। দক্ষ ভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পরিচালনা এবং সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তির জন্য শিক্ষক অভিভাবক সমিতির পুনর্গঠন করা এবং এর দায়িত্ব- কর্তব্যে পরিবর্তন আনয়ন জরুরী।

"ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট"(এফএসএসএপি) শীর্ষক প্রকল্পে ১৯৯৩ সালে প্রথম শিক্ষক অভিভাবক সমিতির প্রবর্তন করা হয়েছিল। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১৯৯৬ সালে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত বিদ্যালয়সুহের জন্য শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন বিধি জারী এবং কার্যকর করে। শতভাগ সফলতা পাওয়া না গেলেও বিদ্যমান শিক্ষক অভিভাবক সমিতির কার্যক্রমে স্থানীয় অংশগ্রহণ অনেক পরিমাণে বেড়েছে এবং শিক্ষকগণ দায়িত্ব পালনে অনেক বেশী উদ্যোগী ও যত্নবান হয়েছেন। তবে নারীর অংশগ্রহণ সে পরিমানে বাড়েনি। আবার, প্রধান শিক্ষক সভাপতির দায়িত পালন করায় সমিতির প্রতি দায়বদ্ধতা ততটা পরিলক্ষিত হয়নি।

এফ.এস.এস.এ.পি প্রকল্পের অর্জিত শিক্ষা থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় শিক্ষক অভিভাবক সমিতি পুর্নগঠন, গঠন পদ্ধতি পরিবর্তন এবং দায়িত্ব কর্তব্য পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকারের সম্মতিক্রমে সেকায়েপভুক্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন(পি.টি.এ) গঠনের লক্ষ্যে এ নীতিমালা জারী করা হলো।

২. নামকরণ

২.১ এই সমিতির নাম হবে প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন। অতঃপর প্যারেন্ট টিচার অ্যাসোসিয়েশন পিটিএ নামে অভিহিত হবে। পিটিএ সেকায়েপ অধিভুক্ত উপজেলার সকল সরকারি/বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

২.২ পিটিএ শিক্ষার্থীদের পিতামাতা ও স্থানীয় শিক্ষক গ্রুপের একটি সংগঠন। এর উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের কল্যাণের জন্য কাজ করা। এটি পারস্পরিক সহযোগিতার সম্প্রসারণ ও শিক্ষা কর্মকান্ডের কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য একটি উপযোগী সংগঠন।

২.২ সংজ্ঞাঃ এই নির্দেশিকায় বর্ণিত বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে-

ক. অভিভাবক অর্থ:

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা দাখিল মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত কোন শিক্ষার্থীর পিতা অথবা মাতা;

২. কোন শিক্ষার্থীর পিতা ও মাতা জীবিত না থাকলে তার তত্ত্বাবধানকারী অন্য কোন ব্যক্তি;

খ. স্কুল অর্থ স্কুল বা মাদ্রাসা।

৩. উদ্দেশ্য

পিটিএ'র উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

৩.১ শিক্ষার্থীর সার্বিক কল্যাণের জন্য বিদ্যালয়ে, বাড়িতে এবং সমাজের সর্বস্তরে কাজ করা;

৩.২ শিক্ষার মান উন্নয়নে অভিভাবকদের ভূমিকা সম্পর্কে ধারনা দেয়া এবং সচেতনতা বাড়ানো;

৩.৩ সন্তানদের বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য গ্রামীণ পিতামাতাদের উদ্বুদ্ধ করা;

৩.৪ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষার্থীদের পিতামাতার মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা;

৩.৫ বিদ্যালয়ের উন্নয়নে স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহার;

৩.৬ সামাজিক নিরীক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা;

৩.৭ উপজেলা শিক্ষা মেলায় অংশগ্রহণ ও মেলা আয়োজনে সহযোগিতা প্রদান করা।

৪. পিটিএ'র সাধারণ সদস্য

৪.১ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক পিটিএ'র সাধারণ সদস্য গণ্য হবেন;

৪.২ প্রতি বছর দুই বার পিটিএ'র ~~এর~~ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণতঃ বছরের প্রারম্ভে একটি, এবং মধ্যবর্তী সময়ে আরেকটি ~~এই~~ সভা অনুষ্ঠিত হবে;

৪.৩ এসব সভা অভিভাবক সমাবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবে। প্রতিটি অভিভাবক সমাবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান পিটিএ এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির যৌথ দায়িত্ব পালন বিষয়ক অগ্রগতি তুলে ধরবেন;

৪.৪ এসব সভায় পিটিএ'র বিগত সময়ের কাজের অগ্রগতি ও আর্থিক বিষয়াদি আলোচনা করা হবে ।

৫. কার্যকরী কমিটি

৫.১ পিটিএ'র কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১৬ (ষোল) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি থাকবে। কার্যকরী কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবেঃ

সদস্য	সংখ্যা
অভিভাবক প্রতিনিধি	১০
শিক্ষক প্রতিনিধি	০৫
স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক	০১
মোট	১৬

৫.২ কার্যকরী কমিটিতে একজন সভাপতি, একজন সহ সভাপতি এবং একজন সদস্য সচিব থাকবেন। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে সদস্য সংখ্যা কমবে এবং ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হবে।

৬. **কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচন -** শিক্ষা বছরের প্রারম্ভে শ্রেণীতে পাঠদান শুরু হবার পনের কার্যদিবসের মধ্যে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আহ্বান করে পিটিএ গঠনের লক্ষ্যে কার্যকরী কমিটির প্রতিনিধি/সদস্য নির্বাচন করতে হবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা

কমিটির সদস্য সচিব সভাপতির সাথে আলোচনা করে উক্ত সভা আহ্বান করবেন। সভার কার্যবিবরণীর কপি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রেরণ করতে হবে।

৬.১ অভিভাবক প্রতিনিধি - ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণের মধ্য থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য দু'জন করে অভিভাবক নির্বাচিত হবেন। প্রতি শ্রেণীর মেধাভিত্তিক প্রথম পাঁচ জন শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মধ্য হতে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি শ্রেণীর জন্য ২ জন করে মোট ১০ (দশ) জন প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। শুধুমাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৫ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল অথবা ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অভিভাবক নির্বাচন করতে হবে। উক্ত ১০ (দশ) জন অভিবাবক সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচজন মহিলা হবেন। শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অভিভাবকগণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬.২ শিক্ষক প্রতিনিধি - ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শ্রেণী শিক্ষকগণ কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবেন। এদের মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে দু'জন মহিলা শিক্ষককে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন শ্রেণীতে একাধিক শাখা থাকলে ক - শাখার শ্রেণী শিক্ষক প্রতিনিধিত্ব করবেন;

৬.৩ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক মনোনীত অভিভাবক - স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক নির্বাচনের সভায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে একজন অভিভাবক সদস্য মনোনয়ন দেবে। তিনি স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ হতে অভিভাবক সদস্য গণ্য হবেন। তবে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা কর্মচারী কোনক্রমেই এরুপ সদস্য হতে পারবেন না।

৬.৪ **সদস্য হবার অযোগ্যতা** - ভোটার তালিকায় নাম নেই অথবা মানসিক ভারসাম্যহীন অথবা ফৌজদারী আইনে দন্ড প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি শিক্ষক অভিভাবক সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।

৭. **সভাপতি নির্বাচন** - পিটিএ'র সকল প্রতিনিধি নির্বাচনের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে উক্ত নির্বাচনের পনের দিনের মধ্যে কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সভা আহ্বান করবেন। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভায় সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে অভিভাবক সদস্যদের মধ্য হতে পিটিএ'র একজন সভাপতি ও একজন সহ সভাপতি নির্বাচিত হবেন।

৮. **সদস্য সচিব নির্বাচন** - কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে শিক্ষক সদস্যগণের মধ্য হতে সদস্য সচিব নির্বাচিত হবেন।

৯. **কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠান -** পিটিএ সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সদস্য সচিব নির্বাচনের পরপরই এসএমসি সভাপতি নব নির্বাচিত পিটিএ সভাপতিকে সভায় সভাপতিত্ব করার আমন্ত্রণ জানাবেন। অতঃপর পিটিএ সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। এটি পিটিএ কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা হিসেবে গণ্য হবে।

১০. পিটিএ'র মেয়াদ এবং পরিচালনা বিধি:

১০.১ প্রথম সভার তারিখ হতে পিটিএ'র কার্যকরী কমিটির মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর;

১০.২ কমিটির সভা সাধারণতঃ প্রতি ২(দুই) মাসে এক বার অনুষ্ঠিত হবে। তবে কমিটি প্রয়োজনমত যে কোন সময় সভা আহবান করতে পারবে। পর পর ৩ টি সভা অনুষ্ঠিত না হলে কমিটি বাতিল/বিলুপ্ত গণ্য হবে। এরূপ বিলুপ্তির পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নতুন কমিটি বিলুপ্ত কমিটির অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবে;

১০.৩ যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে কোন সদস্য পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তাঁর সদস্যপদ বাতিল হবে;

১০.৪ সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করবেন। উভয়ের অনুপস্থিতিতে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাবক সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

১০.৫ পিটিএ'র সাধারণ **সভার জন্য এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।** সাধারণতঃ সাত সদস্যের উপস্থিতিতে কার্যকরী কমিটির সভার কোরাম হবে। তবে শারিরিক অসুস্থ্যতা বা নিজের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত কোন কারণ প্রদর্শন ব্যতিরেকে কমিটির প্রথম সভায় সকল সদস্যের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক;

১০.৬ কার্যকরী কমিটির সদস্য সচিব সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি পিটিএ সভার সিদ্ধান্তসমূহ পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন। অনুমোদনের পর তিনি সভার সিদ্ধান্তসমূহ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, প্রধান শিক্ষক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে অবহিত করবেন;

১০.৭ কোরামের অভাবে মূলতবী সভা অনুষ্ঠানের জন্য কোরাম প্রয়োজন হবে না;

১০.৮ পিটিএ'র কার্যকরী কমিটির সকল সভা বিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে;

১০.৯ পিটিএ কার্যকরী কমিটির সভায় সকল সিদ্ধান্ত মতৈক্যের ভিত্তিতে নিতে হবে;

১০.১০ কোন কারণে পিটিএ'র কোন সদস্য পদ শূন্য হলে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় বা ১ মাসের মধ্যে আহুত বিশেষ সভায় - যেটিই আগে হয় - পদটি পূরণ করতে হবে। বিশেষ অবস্থায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা প্রধান শিক্ষকের সহায়তায় শূন্য পদ পূরণের জন্য একজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন।

১১. পিটিএ'র দায়িত্ব ও কর্তব্য

১১.১ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

১১.১.১ বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা দান। বিদ্যালয় পর্যায়ের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা রক্ষায় সহায়তা প্রদান;

১১.১.২ বছরের প্রারম্ভে যথাসময়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু, টার্মিনাল পরীক্ষাসমূহ গ্রহণ করা এবং ফলাফল সময়মত প্রকাশ করার বিষয় লক্ষ্য রাখা ;

১১.১.৩ বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ সুবিধা, যেমন: শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীর স্থান সংকুলান, বসার ব্যবস্থা, আলাদা কমনরুম, স্যানিটেশন, লাইব্রেরি সুবিধা, বিজ্ঞানাগার সুবিধা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করা;

১১.১.৪ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের অভিগম্যতা, ভর্তি বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণ এবং সমাজে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পৃষ্ঠপোষকতা করা;

১১.১.৫ বিদ্যালয়ের মানোন্নয়ন ও ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে পরামর্শ দেয়া;

১১.১.৬ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সার্বিক ব্যবস্থাপনাগত সহায়তা প্রদান করা।

১১.২ কর্মসম্পাদন সম্পর্কিত

১১.২.১ বছরে অন্ততঃ একবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা। নিরীক্ষা শেষে শিক্ষার্থী ভর্তি, ঝরে পড়ার হার, শিক্ষার মান এবং বিদ্যালয়ের আর্থিক বিষয়ে লিখিত মতামত প্রদান করবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনে আর্থিক জবাবদিহিতা থাকবে না, তবে আর্থিক বিষয় পরিচালনা সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ থাকবে;

১১.২.২ অভিভাবকগণের অবগতির জন্য লিখিত মতামত প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য স্থানে রাখতে হবে। সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল এবং প্রয়োজনে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে;

১১.২.৩ প্রতিষ্ঠানে তথ্য ছক প্রস্তুত করা নিশ্চিত করতে হবে। এতে তুলনামূলক পর্যালোচনাসহ বিগত পাঁচ ব বৎসরের অর্জনসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে;

১১.২.৪ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং পিটিএ পরিচালনার জন্য অবস্থাসম্পন্ন অভিভাবক ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহ করা।

১১.৩ শিক্ষক সম্পর্কিত

১১.৩.১ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়মত শ্রেণীকক্ষে গমন এবং পাঠদান পরিবীক্ষণ করা;

১১.৩.২ বার্ষিক, সাময়িক এবং পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ক্লাশ শিক্ষকদের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করা;

১১.৩.৩ অতিরিক্ত ক্লাশে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ও সময়মত উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া;

১১.৩.৪ শিক্ষকগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যৌক্তিক বিষয়সমূহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী সহযোগিতা বাড়ানো;

১১.৩.৫ শিক্ষা পরিষদ গঠন ও এর কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করা।

১১.৪ শিক্ষার্থী সম্পর্কিত

১১.৪.১ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, সময়ানুবর্তিতা এবং শৃংখলা পরিবীক্ষণ করা;

১১.৪.২ বিদ্যালয় গমনোপযোগীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাসকরণে ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টি করা;

১১.৪.৩ শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে গমনাগমনে নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, মেয়ে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার বিরুদ্ধে এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফেরত আনতে জোর প্রচারণাসহ সমাজ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সমাবেশ আয়োজন করা;

১১.৪.৪ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবার প্রতি লক্ষ্য রাখা। First aid box বিদ্যালয়ে/মাদ্রাসায় রাখা অথবা প্রয়োজনে নিকটস্থ কোন ডাক্তারের সংগে যোগাযোগ রাখা।

১২. স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা

১২.১ স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি মোতাবেক পিটিএ গঠন, শূন্যপদ তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ এবং এই সমিতিকে বিদ্যালয় পরিচালনার সহায়ক শক্তি হিসাবে গ্রহণ ও পরিচর্যা করবে;

১২.২ পিটিএ সম্পর্কিত বিরোধ/সন্দেহ নিরসন করবে এবং এসব ক্ষেত্রে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে;

১২.৩ সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কমিটি পিটিএকে পূর্ণ সহযোগিতা দেবে এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে;

১২.৪ পিটিএ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের প্রতিনিধিত্বকারী একটি সংস্থা। অতএব শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কল্যাণে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় পিটিএ'র সাথে পরামর্শ করবে;

১২.৫ জরুরী পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে উভয় কমিটির যৌথ সভা ডাকতে পারবে। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে পিটিএ সভাপতি এতে সভাপতিত্ব করবেন।

এছাড়াও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ যৌথভাবে শিক্ষার মানোন্নয়নে নিম্নবর্ণিত নির্দেশকগুলি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে:

ক) শিক্ষকগণ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের ইংরেজী ও গণিত ক্লাসে সম্পৃক্ত করা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা:;

খ) সেকায়েপ ও অন্যান্যদের সরবরাহকৃত শিক্ষন উপকরন শিক্ষকগণ কর্তৃক ব্যবহার করা;

গ) শিক্ষকরা গণিত ও ইংরেজীর অতিরিক্ত ক্লাস সময়সূচী অনুযায়ী নেয়ার বিষয়;

ঘ) শিক্ষর্থীগণ কর্তৃক কাজগুলো সময়মত শেষ করা;

ঙ) সর্বোচ্চ শিক্ষনের জন্য শিক্ষকগণ কর্তৃক সময় কার্যকরভাবে ব্যবহার করা;

চ) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষণের অনুপযোগী পরিবেশ থাকার বিষয়। যেমন ধুমপান, সেলফোন ব্যবহার, শিক্ষার্থদেও প্রতি রূঢ় আচরন করা ইত্যাদি।

উপরে বিবৃত নির্দেশকগুলি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ শ্রেণীকক্ষের বাইওে থকেও পরীক্ষা করতে পারেন।

পিটিএ - এসএমসির যৌথ প্রয়াস:

ক) শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের স্কুলে উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ;

খ) ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনতে বাড়ী বাড়ী পর্যায়ে পরিদর্শন;

গ) পিএমটি ভিত্তিক উপবৃত্তি অবস্থাসম্পন্ন পরিবার নয়, বরং কেবলমাত্র দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়টি সকল অভিভাবকদের অবহিত করা;

ঘ) গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে দুর্বল শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত ও অতিরিক্ত ক্লাসের জন্য উপযুক্তদের তালিকা তৈরী;

ঙ) বাড়ী বাড়ী ঘুরে গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস গ্রহণ সম্পর্কে এবং অহেতুক প্রাইভেট পড়ার জন্য অর্থ অপচয় না করতে অভিভাবদের জানানো;

চ) স্কুল রেজিষ্ট্রার পরীক্ষা, প্রতিটি ক্লাস পর্যবেক্ষণ এবং পাঠক্রম বহির্ভূত বই পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে প্রতি সপ্তাহে অন্তত: ৫ (পাঁচ) মিনিট ব্যয় করা;

ছ) দু'সদস্যের দল গঠন করে স্কুলে শিক্ষার্থীদের গমনাগমন, তাঁদেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের হয়রানির অবসান ঘটানো ও ইভটিজিং প্রতিরোধ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা।

অভিভাবক সমাবেশ:

প্রতিষ্ঠান প্রধানের উপস্থিতিতে বছরে ২ (দু) বার অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সমাবেশে এসএমসি- পিটিএ নিম্নরূপ প্রতিবার্তা প্রদান করবে:

ক) শ্রেনীকক্ষে পর্যবেক্ষন ও শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত প্রতিবার্তা;

খ) প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কৃতিত্বের ভিত্তিতে স্কুল ইনফরমেশন রিপোর্টকার্ড মূল্যায়ন। এ প্রতিবার্তা স্কুল বা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, তবে রিপোর্টটি দু'পাতার বেশী হবে না যাতে প্রতিষ্ঠান প্রধান মূল্যায়নত্তোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

গ) পিটিএ কমিটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলা, উপস্থিতি ও বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহন বিষয়ে আলোকপাত করবে;

ঘ) ঝরে পড়া ছাত্রদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার সমস্যা, শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, ইভ টিজিং প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা করবে;

ঙ) সামাজিক নিরীক্ষা ফলাফল অভিভাবকদেও অবহিত করবে।

১৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার ভুমিকা

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিএ গঠন পরিবীক্ষণ করবেন এবং প্রকল্প পরিচালককে অবহিত রাখবেন। তিনি পিটিএ'র কার্যকরী কমিটির সভায় যোগদান করতে পারেন। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পিটিএ'র মধ্যে পারস্পরিক সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়নে তিনি ভূমিকা রাখবেন। তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শনের অথবা উপবৃত্তি বিতরণের সময় পিটিএ সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি যাচাই করবেন।

১৪. অর্থ ব্যবস্থাপনা:

১৪.১ পিটিএ'র আর্থিক সহায়তার জন্য একটি তহবিল গঠন করতে হবে। এ তহবিল নিম্নরূপভাবে গঠিত হবে:

ক) সেকায়েপ প্রদত্ত অনুদান,

খ) সরকার প্রদত্ত অনুদান (যদি থাকে),

গ) বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের চাঁদা ও

ঘ) পিটিএ সদস্যদের চাঁদা বা দান;

১৪.২ সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য সেকায়েপ প্রকল্প হতে প্রতি বছর ৫০০০/=(পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। এ তহবিল নিম্নরূপভাবে সদ্ব্যবহার হবে:

ক) সাধারণ সভা এবং কার্যকরী সভা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য,

খ) অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন ও বিদ্যালয় রিপোর্ট কার্ডের মাধ্যমে স্কুলের কৃতিত্বের তথ্য প্রচার;

১৪.৩ সেকায়েপ প্রত্যেক বছর পিটিএকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা শিক্ষা সচেতনতা ও সমাজ সমাবেশ অনুদান দেবে। এ তহবিল:

ক) মেয়ে শিক্ষার্থীদের উত্যক্ত করার বিরুদ্ধে প্রচারণা,

খ) ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচারণাসহ সমাজ ও স্কুলকে সংগঠিত করার কাজে ব্যয় করা হবে;

১৪.৪ সেকায়েপ-এর তার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাজে ব্যবহারের জন্য প্রতি মাসে ৮০০/- (আটশত) টাকা আইসিটি সহায়তা অনুদান প্রদান করবে:

ক) পরিবীক্ষণ ও যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধানের আইসিটি প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

যেসব প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুত আছে তারা এ সুবিধা পাবে;

১৪.৪ নিকটস্থ অগ্রণী ব্যাংক বা তফসিলি ব্যাংকে পিটিএ'র হিসাব খুলতে হবে;

১৪.৫ ব্যাংক হিসাব সভাপতি এবং সদস্য সচিবের নামে যৌথভাবে পরিচালিত হবে;

১৪.৬ পিটিএ বিস্তারিত রশীদ ও ভাউচারসহ তহবিল সংক্রান্ত সকল আয়-ব্যয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি পৃথক রেজিষ্টার সংরক্ষণ করবে। অডিটকালে এসব রেকর্ডসহ হিসাব বিবরণ অডিট কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সেকায়েপ কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পরিদর্শনের সময় পরীক্ষার জন্য উপস্থাপন করবে;

১৪.৭ পিটিএ সদস্য-সচিব কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ও সভাপিত কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত আয়-ব্যয়ের অর্ধ-বার্ষিক হিসাব বিবরণী সেকায়েপ বরাবরে প্রেরণ করবে। তদসাথে প্রয়োজনীয় সহায়ক কাগজ পত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৫. নির্দেশিকার কার্যকারিতা

নবায়িত পিটিএ নির্দেশিকা সেকায়েপ উপজেলাসমূহের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবিলম্বে কার্যকর হবে। সেকায়েপ প্রকল্প শেষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রচেষ্টায় তৃণমূল পর্যায়ের জনগোষ্ঠির দ্বারা পিটিএ নির্দেশিকাটি যদিও অব্যাহত ও কার্যকর থাকবে আশা করা যায়, তথাপি সেকায়েপ প্রকল্পের মেয়াদ পর্যন্ত নির্দেশিকাটি বহাল থাকবে।